ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স- ১৮২০

আগরতলা, ২০ জুলাই, ২০২৫

উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যদিয়েই আগরতলা শহরকে একটা উন্নত শহরে পরিণত করা হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যদিয়েই আগরতলা শহরকে একটা উন্নত শহরে পরিণত করা হবে। এই মুহূর্তে উন্নয়নের নানা কাজ চলেছে। আগরতলায় হবে আরো উড়াল পুল, হবে জি- ১৬ ক্যাটাগরির পেন্ডুলাম বিল্ডিং কমপ্লেক্স। এছাড়াও হবে ইস্টার্ণ ও ওয়েস্টার্ণ বাইপাস, ফাইভ স্টার হোটেল ইত্যাদি। আজ আগরতলা পুর নিগমের ৩২ ও ৩৪নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত গাঙ্গাইল রোড, মেলারমাঠ, অফিসলেন, জয়নগর, দশমিঘাট ইতাদি এলাকা পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, ৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সমগ্র রাজ্যে পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার কাজের মধ্যদিয়েই মানুষের মধ্যে জায়গা করে নিতে চায়। এই সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জন্য কাজ করা। প্রতিটি এলাকায় উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা। অতীতে আগরতলা পুর এলাকায় দীর্ঘ বছর ধরে পরিকল্পনা মাফিক কোন কাজ না হওয়ায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মখীন হতে হচ্ছে। বর্তমান সরকার পরিকাঠামোর উন্নয়নের মধ্যদিয়ে সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করছে। তিন বলেন শুধু আগরতলা শহর নয় রাজ্যের জাতীয় সড়কের মান উন্নয়নে আই আই টির সাথে মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের এডিসি এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নেও রাজ্য সরকার এগিয়ে এসেছে। পরিকল্পনা মাফিক কাজ হচ্ছে বলেই আজ বহিরাজ্য থেকে আসা মানুষজনও রাজ্যের প্রশংসা করছে। তিনি বলেন, দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হলেন দেশ গড়ার একজন দক্ষ কারিগর। প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথেই নতুন ত্রিপুরা গড়ার প্রয়াসে রাজ্য সরকার অবতীর্ণ হয়েছে।

গোটা এলাকা পায়ে হেটে পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বিভিন্ন মানুষের সমস্যার কথা শুনেন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী এই এলাকা সমূহের ড্রেনিং সিস্টেম, জলসরবরাহ, রাস্তাঘাট, ইত্যাদি বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজের অগ্রগতির খোঁজ খবর নেন। যে সমস্ত রাস্তায় জল জমে সেগুলিকে উচু করে সঠিক ড্রেনিং ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্যে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্যও তিনি নির্দেশ দেন।

পরিদর্শন কালে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র বিধায়ক দীপক মজুমদার, আগরতলা স্মাট সিটি লিমিটেডের সি ই ও ডা. শৈলেশ কুমার যাদব, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পুর নিগমের কমিশনার দিলীপ কুমার চাকমা এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

******